বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি

তানযিনা আক্তার[১]

Abstract

The term 'femininity' is closely related to the overall development of most of the countries of the world including Bangladesh. One of the basic concerns of femininity is ensuring an environment conducive to reduce gender disparity. So far, Bangladesh has achieved significant progress in terms of narrowing down the gender gap in all spheres of the society. Still we have a long way to go for achieving gender parity. In this article attempts have been made to clarify 'femininity'; the changing role of women with the evolution of the society; scenario of gender parity in Bangladesh; obstacles to gender parity; and way forward. Data, information have been collected from secondary sources and collected in a critical manner.

ভূমিকা

নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি (Femininity) শব্দটি আলাদা করে এই প্রবন্ধটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে যা পাওয়া যায় সামাজিক মনোবিদ গির্ট হবস্টিডের (১৯২৮-২০২০) 'ক্যালচারাল ডাইমেনশন থিওরি' বা সাংস্কৃতিক মাত্রার তত্ত্ব- এর 'ম্যাস্কিউলিনিটি ভার্সেস ফ্যামিনিনিটি (Masculinity vs Femininity)' বা পুরুষত্ব বনাম নারীত্ব তত্ত্ব থেকে। এখানে বিভিন্ন সামাজিক সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের ভূমিকা নিয়ে অলোচনা করা হয়েছে। তাঁর গবেষণায় দেখা যায় ৭৬টি দেশের মধ্যে পুরুষত্ব সূচকে (Masculinity Index) ৫৫ নম্বর পেয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ৩০তম। বাংলাদেশের চিরাচরিত বা ঐতিহ্যগত সামাজিক ব্যবস্থাটিই পুরুষতান্ত্রিক যা হবস্টিডের অনুসন্ধানেও উঠে এসেছে (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010)। বিশ্বে নারীর অবস্থান উন্নত করতে বা লিঙ্গ সমতা অর্জন করতে একটি রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বিশ্বে চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী ১.৬ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে নারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রতিদিন সহস্রাধিক নারী সহিংসতার শিকার হন, যেমনঃ যৌন নির্যাতন, পাচার এবং বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহ, ইত্যাদি। ২০১০ সালে প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২,৮৭,০০০ (দুই লক্ষ সাতাশি হাজার) যার বড় একটি অংশের অবস্থান ছিল সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। অনেক উন্নয়নশীল দেশে মাধ্যমিক

১ সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার , ঢাকা। ই-মেইল: tanzina.bpatc@gmail.com

স্কুলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা কম যা পরবর্তীতে নারীদের জন্য কর্মে যোগদানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় (Flash Eurobarometer 372, ২০১৩)। নির্দিষ্ট করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর থেকে দেশের জনগণ উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। বিভিন্ন প্রবৃদ্ধির ছোট ছোট বুনিয়াদ দেখতে পাওয়া যায়। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটির ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক চেতনার কিছু পরিবর্তন ঘটছিল যা বাংলাদেশের বর্তমান দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের পরিচয়কে ধারণ করে। সামাজিক যে পরিবর্তনগুলো বর্তমান বাংলাদেশে ঘটছে তা কতটুকু উন্নয়নের সংজ্ঞায় পড়ে বা জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে তা নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে, কিন্তু, অত্যাবশ্যকভাবেই, সামাজিক পরিবর্তন অনুসন্ধানের একটি উপলক্ষ্য হলো সমাজে নারীর অবদান বা ভূমিকা। স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজে সকলেরই আশা ছিল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র (নারী-পুরুষ) নির্বিশেষে সম-অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করার। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও সমাজ বা জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন উপলক্ষে নারী-পুরুষের ভূমিকায় বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। তাই, সহস্রাধ্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনের জন্য নারীর উন্নয়ন সাধনে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তথা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন অর্থনৈতিক খাতে নারীদের বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায়, বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন তথা নারীদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি'র বৈশিষ্ট্যগুলো সহায়তা করবে।

এই প্রবন্ধটিতে নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি কেন্দ্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ে নারীর অবস্থান উন্নয়নের একটি পন্থা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অতীত থেকে নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশে সমসাময়িক বিভিন্ন সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা, যেমন নারীর অধিকার নিশ্চিত করা, অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, তার সমাধানে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বর্ণনা করতে এবং কিছু সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করতে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রধানত পরোক্ষ উৎস হতে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেমনঃ বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল-নিবন্ধ, অনলাইন-নিবন্ধ, ইত্যাদি। এছাড়াও, সরকারি-বেসরকারি রেকর্ড, বিভিন্ন রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে, বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার উপায় অনুসন্ধানে হবস্টিডের পুরুষত্ব বনাম নারীত্ব (Masculinity vs. Femininity) তত্ত্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ভবিষ্য করণীয় সম্পর্কে কিছু ধারণার উপস্থাপন করা হয়েছে।

যুগের পরিবর্তনে নারীর অবস্থান

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজে (গতানুগতিক বা আধুনিক) নারী-পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণে একটি সাধারণ ট্রেন্ড দেখতে পাওয়া যায়, যেমনঃ প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ থেকেই পুরুষেরা ঘরের বাইরে

কাজ করে থাকেন (যেমনঃ পশু শিকার, বাণিজ্যকর্মে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ থেকে বর্তমানের কৃষি কাজ বা ব্যবসা-চাকুরী করে অর্থ উপার্জন)। অতীতে পরিবারের পুরুষদের দায়িত্ব ছিল স্ত্রী ও সন্তানদের বাহিরের কোন আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। অন্যদিকে, নারীরা পরিবারের সদস্য ও সন্তানদের সেবা করবে, যার দায়িত্ব আধুনিক সমাজেও নারীর উপরেই বর্তায় (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010)। নারীর অবস্থান সবচেয়ে শোচনীয় ছিল দাসী হিসেবে। অন্ধকার যুগ থেকে মানুষকে দাস হিসেবে ব্যবহার বা কেনাবেচা করা সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়। সে ব্যবস্থায় নারীদের উপপত্নী রূপে ব্যবহার করাও স্বাভাবিক ছিল। সুলতানী আমল থেকে বাঙলায় দাস-দাসী আমদানির কথা জানা যায়। সিলেট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও ঢাকা-তে কৃষিনির্ভর দাসের ব্যবহার দেখা যায় (ইসলাম, ২০১৪)। সুতরাং, দাস হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ পারিবারিক কাজে বা উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্ষেত্রেই উল্লেখ করার মতো। বর্তমান যুগেও কৃষিনির্ভর সমাজে বেতনভূক্ত না হয়েও নারীরা অনেক অবদান রাখছেন। অন্যদিকে, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের মতামতের মূল্য দেয়া হয়না। এমনি করে সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই তারা প্রাপ্য মর্যাদা পাচ্ছেন না।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিকভাবে পুরুষদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। আঠার-ঊনিশ শতকের দিকে, যখন বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ ছিল, সমাজে পুরুষদের প্রভাব প্রকটভাবে দৃশ্যমান ছিল। সেসময় নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করা তো দূরের কথা, পুরুষ সঙ্গ ব্যতীত নিজ বাসস্থানের বাইরে যেতে পারত না। জন্মের পর থেকে পিতার শাসন, বড় ভাইয়ের বাঁধা-নিষেধ, বিয়ে পরবর্তী সময়ে পরিবারের শৃঙ্খল ও স্বামীর আদেশ, বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের আনুকূল্যে নারীর জীবন পার হয়ে যেত। নারীদের পরিবারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তথা নিজের মত প্রকাশ করার মত মানসিকতাও ছিল না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে নারী সর্বদা সামান্য স্বাধীনতাই ভোগ করতে পারত (সেনগুপ্ত, ২০১৫)। পরবর্তীতে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় ইংরেজদের হস্তক্ষেপ, সমাজ সংস্কারক হিসেবে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ, উদারচিন্তার পত্র-পত্রিকার প্রচার, বিভিন্ন সংগঠনের কার্যক্রম, এবং নারীবাদী লেখক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক বেগম রোকেয়ার কর্মকান্ড নারীদের সমাজের অংশ, মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার তথা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেয়। শিক্ষার আলোই ধীরে ধীরে নারীদের সামাজিক দায়িত্ববোধের অনুশীলন করায়। বিশেষতঃ 'নারীজাগরণের অগ্রদূত' হিসেবে পরিচিত বেগম রোকেয়া একই সাথে ছিলেন বুদ্ধিজীবী, লেখিকা ও কর্মী। তাঁর চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নারী, নারীর মুক্তি, নারীর উজ্জীবন, নারীর পুরুষতুল্য প্রতিষ্ঠা (সৈয়দ, সম্প., ২০১৭)। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের সমকর্মক্ষমতার পরিচিতি পাওয়া যায়। নারীকে সামাজিকভাবে অক্ষম রেখে একটি সমাজ তথা দেশের উন্নতি হতে পারেনা। একজন পুরুষ সমাজকে তার জ্ঞান দিয়ে যেমন উপকৃত করতে পারে, একজন নারীও ঠিক তেমন ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে শারীরিক

শক্তি প্রদর্শন করে পুরুষের অহংকার করার কিছু নেই। বেগম রোকেয়ার এই বিংশ শতাব্দীর চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় একটি নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি কেন্দ্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে নারীদের অধিকার আদায়ের অন্দোলনকে 'নারীবাদ (Feminism)' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এটি মূলত নারী সম্বন্ধীয় মতবাদ। 'ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীতে নারীকে নিজ অধিকার আদায় তথা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে' (আহমেদ ও বর্মণ, ২০০৯)। দেশ-কাল-পাত্রভেদে নারীবাদী বিভিন্ন আন্দোলন পাওয়া যায়, যেমনঃ নাগরিক অধিকার তথা ভোটাধিকার লাভ, নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাসে সম-অধিকার প্রাপ্তি, পুরুষের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের জন্য আন্দোলন করা, ইত্যাদি। সমসাময়িক পরিস্থিতিতে ২০১২ সাল থেকে চলমান নারীবাদের চতুর্থ জোয়ারের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সেগুলো মূলত যৌন হয়রানি ও সহিংসতার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা কেন্দ্রিক। তাত্ত্বিক দিক বিবেচনায় নারীবাদ নিয়ে বিভিন্ন ধরণের বা নানা ঘরনার মতবাদ (উদারপন্থী, র‍্যাডিক্যাল, মার্ক্সীয়, সমাজতান্ত্রিক, অস্তিত্ববাদী, ইত্যাদি) পাওয়া গেলেও তা দ্বারা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান এক স্থানে আনা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে নারীবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত স্বাধীনতার পূর্বেই হয়েছিলো। ঊনিশ শতকে এর ভিত্তি ছিল সামাজিক সংস্কার, যেমনঃ মেয়ে শিশু হত্যা, বাল্য বিবাহ ও বিধবা পুড়িয়ে ফেলা বন্ধ করা, ইত্যাদি। পাকিস্তান আমলে আন্দোলন রাজনীতি কেন্দ্রিক বা জাতীয় জীবন কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনীতির পাশাপাশি নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নীতিমালা প্রণয়ন, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আন্দোলন গড়ে উঠে। বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীবাদীদের নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয় কেননা অনেকেই ভাবেন নারীবাদীরা ধর্ম, সংসার, দেশের ঐতিহ্যবাহী নিয়মনীতির পরিপন্থী এবং অনেকক্ষেত্রে পুরুষ বিদ্বেষী। এমনকি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জেন্ডার বা লৈঙ্গিক সমতা গ্রহণ করার ব্যপারে আগ্রহী নয়। এখানে বদ্ধমূল ধারণা হল নারীরা ঘরে থাকবে, পর্দা করবে এবং বিনয়ী (মডেস্ট) হবে। নারীবাদ নিয়ে এমন ভ্রান্ত ধারণার কারণ হতে পারে জনগণের অশিক্ষা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি। কারণ বাস্তবিক ক্ষেত্রে পুরুষরাও নারীবাদী হতে পারে (আক্তার, ২০২১)।

বাংলাদেশে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীবাদী কর্মীদের পাশাপাশি অনেক সংস্থা কাজ করছে। কিছু সংস্থা মহিলাদের আইনগত এবং মানবিক পরামর্শ দিয়ে সহয়তা করে থাকে, আবার কিছু সংস্থা সম্পৃক্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং প্রকাশ করে যা বৃহত্তর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সহায়ক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, মহিলা আইনজীবী সমিতি, নারীপক্ষ, আইন-ও-শালিশ কেন্দ্র, 'নিজেরা করি',

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, 'আমরাও পারি', নারী প্রগতি সংঘ, মহিলা মহিলাদের জন্য, উন্নয়নের পথে পদক্ষেপ (স্টেপস টুয়ারডস ডেভেলপমেন্ট), ব্র্যাক জেন্ডার রিসোর্স কেন্দ্র, 'বাচতে শেখা', বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ইত্যাদি সংস্থাগুলো দেশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তারপরও, বাংলাদেশে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা' যুগোপযোগী করতে সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার দেয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। তখন বিভিন্ন দল থেকে বিরোধিতা আসে যেখানে মূলত ধর্ম ভিত্তিক দলের প্রভাব বেশি ছিল (মওদুদ, ২০১১)। এরূপ প্রতিক্রিয়ায় মুখে সম্পদের সমান বণ্টন নিশ্চিত করা যায়নি। যদিও সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-২৮(২)'তে সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার এবং অনুচ্ছেদ নং-১০-এ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি বা নতুন কোন ধারা গ্রহণ করে নেয়ার বিষয়টি একটি দলীয় বা সামাজিক মানসিকতার উপর নির্ভর করে।

রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৯৫০-এর দশকে নারীকে উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু উন্নয়ন আনয়নে নারীর ভূমিকা অনুধাবন করতে আরও এক দশক অপেক্ষা করতে হয়। 'নারী এবং উন্নয়ন' ধারার তাত্ত্বিক স্থানান্তর হয়ে বর্তমানে 'লিঙ্গ (জেন্ডার) এবং উন্নয়ন' আলোচিত হয়ে থাকে। বর্তমানে জেন্ডার নিয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কেননা নানারকম উন্নয়নের প্রভাব নারী বা পুরুষের উপর পৃথক পৃথকভাবে পড়ে। আধুনিক ব্যবস্থার স্মার্ট অর্থনীতিতে মানব সম্পদ হিসেবে নারী-পুরুষের ব্যবধান সামগ্রিক উন্নয়নের পথে বড় বাঁধার সৃষ্টি করছে (Chant, 2012)। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সিভিল সার্ভিসে কর্মরত নারীরা পুরুষদের থেকে কম প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস পেয়ে থাকে। নারীদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা পদোন্নতির সকল ক্ষেত্রে যথাযথভাবে মূল্যায়নও করা হয়না। অন্যদিকে দেখা যায়, নারীরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী হননা। তাদের পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন সময় তারা ক্যারিয়ার থেকে পরিবারকে বেশি গুরুত্ব দেন। স্বাভাবিকভাবেই কর্মজীবী নারীদের বাংলাদেশে দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে হয়; একটি কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন এবং অন্যটি নিজ পরিবারের যত্ন নেয়া। এসকল বিষয়ই নারীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, শুধুমাত্র নারী হওয়ার জন্য সুপারভাইজারের কাছে তারা লিঙ্গ বৈষম্যমূলক বা নেতিবাচক আচরণও পেয়ে থাকেন (Khair, Haque, & Mukta, 2020)। এরকম নানাবিধ সমস্যার সমাধান শুধু মানসিকতার বা একটি সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই আনা সম্ভব। উপরন্তু, বাংলাদেশ সরকার নারীদের জাতীয় উন্নয়নে মূলধারায় আনতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে সাম্প্রতিক কার্যক্রম

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকেই নারীদের ভাষা আন্দোলন, রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকারি চাকুরীতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শতকরা ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' যাকে পরবর্তীতে প্রয়োজন ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীদের কর্মে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য নানাধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। মেয়েদের অন্যান্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কার্যালয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীনে 'উইমেন্স ক্যারিয়ার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'জাতীয় মহিলা সংস্থা' ও সে সময় প্রতিষ্ঠা করা হয়। অন্যদিকে, মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাও চালু করা হয় (হোসেন, ২০২১)।

স্বাধীনতা উত্তরকালে রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে নারীর অংশগ্রহণ অবধারিতভাবেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্বের একটি ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৯৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে সংরক্ষিত নারী আসনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ছিল নামেমাত্র। প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের আত্মীয় স্বজনই সেখানে মনোনীত হতেন। একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে। সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতিরেকে সাধারণ সদস্য হিসেবে ১১০ জন নারী নির্বাচিত হন যা সরকারের একটি সাফল্য হিসেবে সমাদৃত হয়। পরবর্তীতে দেখা যায়, নারী সদস্যরা উন্নয়নমূলক কাজে পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন না। ফলে, ২০০৩ সালের নির্বাচনেই নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। স্থানীয়ভাবে নারী প্রতিনিধিদের অবদান দৃশ্যমান হয় শুধু পোশাক শিল্প, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, ও ভোট প্রদান খাতে (নাজমীন, ২০১৪)। আইনগত ভিত্তি জোরদার করতে বা নারী সহয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনেক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যেমনঃ বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ২০০৭, পর্ণগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১, পারিবারিক সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন ২০১২, মানবপাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২, শিশু আইন ২০১৩, ইত্যাদি। এছাড়াও, বর্তমান সরকার নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে 'জিরো টলারেন্স নীতি' গ্রহণ করেছে (মাহমুদ, ২০১৯)। ধর্ষিত বা নির্যাতিত নারীদের একই স্থাণে স্বাস্থ্যসেবা, পুলিশী ও আইনী সহায়তা, মনোসামাজিক কাওন্সেলিং, আশ্রয় সেবা, ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা প্রদানের জন্য ১২ টি জেলার মেডিক্যাল কলেজে স্থাপন করা হয়েছে 'ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)'। একই সাথে দেশব্যাপী নির্যাতিত নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬৭টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস

সেল (ওসিসি) গঠন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য ২০১১ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 'জয়িতা' শীর্ষক একটি কর্মসূচি শুরু করেছিল যা বর্তমানে 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' নামে একটি অলাভজনক ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করেছে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনে ঋণ সহয়তা প্রদান করা হয়। বাজার চাহিদার নিরিখে জয়িতা ফাউন্ডেশন নতুন নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত ব্যবসাসমূহে নারীদেরকে সম্পৃক্ত হতে সহয়তা করে। তদুপরি জয়িতা'র ব্র্যান্ডে পণ্যের প্রচারের মাধ্যমে ব্যবসা অনুকূল ও নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছে।

অন্যদিকে দেখা যায়, ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাধ্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় লিঙ্গ সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ শুধুমাত্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়ের অনুপাতের আকাঙ্ক্ষিত মাত্রা অর্জন করতে পেড়েছে। তাছাড়া, সরকারি ব্যবস্থায় গ্রামের ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা ও বেতন মওকুফ করা হয়েছে। 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৪' অনুযায়ী ১৪২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০ম স্থানে রয়েছে। পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ 'Women in Parliaments Global Forum Award' পেয়েছে। তারপরও, এ দেশের নারীরা মজুরি কর্মসংস্থান (wage employment)-এ নিম্ন অবস্থানে রয়েছে। প্রতি ৫ জন নারীর মধ্যে মাত্র ১ জন নারী অ-কৃষি খাতে মজুরি কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন (Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015, p.43)। আবার, এমন অনেক উদাহরণ বাংলাদেশে পাওয়া যাবে যাতে দেখা যায় সরকারের নারী উন্নয়নের কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক উন্নয়নে অর্জন সীমিত। কার্যক্রমগুলো সমাজের নিম্নস্তরে এসে কোন সফলতা খুঁজে পায় না বা সামাজিক কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) অর্জন লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করণের হার, বয়স্ক শিক্ষার হার, মহিলা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, স্বাস্থ্য কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, এইচআইভি/এইডস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, বনায়ন, এবং তথ্য প্রযুক্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি (GED, 2015)। ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতিহারে নারীর ক্ষমতায়নের (অনুচ্ছেদ নং ৩.১২) জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অনুপাত বৃদ্ধি করা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে নারী নিয়োগ বৃদ্ধি করা, 'জয়িতা' ফাউন্ডেশনের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা, নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মজুরির সমতা নিশ্চিত করা, গ্রামীণ নারীদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি ও কর্মপরিবেশ উন্নত করা, গ্রামীণ নারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে 'ডে কেয়ার সেন্টার' চালু করা, ইত্যাদি। বিগত বছরগুলোতে সরকার ৬ মাসের মাতৃকালীন ছুটি, ব্যক্তির নামের পরে পিতার সাথে মায়ের নাম লেখা, নারীর

প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে বিভিন্ন কার্জক্রম গ্রহণ ইত্যাদির প্রচলন শুরু করেছেন। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ থেকে ৫০ করা হয়েছে। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন কাউন্সিল, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভায় এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত মহিলা আসন রাখা হয়েছে। 'যৌতুক বিরোধ আইন-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, ২০১৬', 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড', এবং 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড, ২০১৮' -এ ভূষিত হয়েছেন (নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮, পৃ. ৩৪)। কিন্তু, এসকল কার্যক্রমে পাঠক্রম পরিবর্তন বা সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করার কোন উপকরণ অন্তর্ভূক্ত নেই যা যেকোন কাঠামোগত পরিবর্তন মানসিকভাবে গ্রহণ ও স্থায়ী করানোর জন্য প্রয়োজন।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

গির্ট হবস্টিড ১৯৬০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের ৭৬টি দেশের সামাজিক সংস্কৃতি তথা মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করে একটি সাংস্কৃতিক মাত্রার তত্ত্ব গঠন করেন যা Hofstede's Cultural Dimensions Theory নামে পরিচিত। সেখানে তিনি সমাজের ৬ ধরনের প্রকৃতি বা গঠনতন্ত্র নির্ধারণ করেনঃ ১। ক্ষমতার ব্যবধান সূচক (Power Distance Index)-এ সমাজের অবস্থান, ২। ব্যক্তিবাদ বনাম সমষ্টিবাদ (Individualism vs. Collectivism), ৩। অনিশ্চয়তা পরিহার সূচক (Uncertainty Avoidance), ৪। পুরুষত্ব বনাম নারীত্ব (Masculinity vs. Femininity), ৫। দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন বনাম স্বল্পমেয়াদী অভিযোজন (Long-term Orientation vs. Short-term Orientation), এবং ৬। ইচ্ছাপূরণ বনাম সংযম (Indulgence vs. Restraint)। এখানে পুরুষত্ব দ্বারা সে সমাজের কথা বলা হয়েছে যেখানে বীরত্ব, দৃঢ়তা ও সাফল্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, এবং তার জন্য থাকে বস্তুগত পুরস্কার। বিপরীতে নারীরা সহযোগিতা, বিনয়, দূর্বলের প্রতি যত্ন ও জীবনমানের প্রতি উদ্বেগ প্রদর্শন করবে। তার মানে এ ধরণের সমাজে নারী ও পুরুষের পৃথক ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে, যেখানে নারী ও পুরুষ সমানভাবে বিনয়ী ও যত্নশীল হয় সে সমাজে নারীত্বের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। (Hobstede, 1994)। এই প্রবন্ধটিতে শুধু সমাজের পুরুষত্ব বনাম নারীত্ব প্রকৃতির একটি অংশ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

জৈবিক দিক থেকে নারী-পুরুষের মাঝে যেসকল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা সারাবিশ্ব জুড়ে একইরকম। কিন্তু, তাদের সামাজিক পরিচয়, চরিত্র বা ভূমিকা জৈবিক বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়না। এন কনস্টান্টিনোপল (১৯৭৩) পুরুষত্ব ও নারীত্ব-এর প্রচলিত ধারণার তিনটি কেন্দ্রীয় দিক উপস্থাপন করেন, যথাঃ ভূমিকা গ্রহণে লিঙ্গ (Gender-role adoption), ভূমিকা অগ্রাধিকারে লিঙ্গ (Gender-role preference) এবং ভূমিকা পরিচয়ে লিঙ্গ (Gender-role

identity)। 'ভূমিকা পরিচয়ে লিঙ্গ' দ্বারা তিনি সামাজিক নিয়ম বা রীতি অনুযায়ী নারী-পুরুষের লিঙ্গ ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য বা প্রত্যাশিত বিভাজনের কথা বলেন (Kachel, Steffens & Niedlich, 2016)। প্রত্যেক সমাজই নারী বা পুরুষের উপর্যুক্ততা চিন্তা করে কিছু আচরণকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু কোন আচরণ কাদের জন্য প্রযোজ্য তা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে আলাদা হয়ে থাকে। হবস্টিডের 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তত্ত্ব' অনুযায়ী যে সমাজ কৃতিত্ব, বীরত্ব, দৃঢ়তা, এবং সাফল্যে পার্থিব প্রতিদান বা পুরষ্কারের উপর জোড় দেয় তা পুরুষত্ববাদের সমাজ। এখানে নারী-পুরুষের আলাদা আলাদা ভূমিকা পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাধারণভাবে, এ ধরণের সমাজ প্রতিযোগিতামূলক। অন্যদিকে, যে সমাজ সহযোগিতা, শালীনতা, দুর্বলের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং জীবন-মানের প্রতি অগ্রাধিকার দেয় তা নারীত্ববাদের সমাজ। এখানে নারী-পুরুষের একই ধরনের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। বৃহত্তরভাবে, এ সমাজব্যবস্থা ঐকমত্য ভিত্তিক।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, নারীত্ববাদের সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস কম হয়ে থাকে কেননা সবাই জীবনমানের প্রতি মূল্য দেয়। কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলো আলোচনা এবং সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানকে মনুষ্যত্বপূর্ণ করে তোলে। ব্যবস্থাপকগণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। বৃহত্তর ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে আলোচনা এবং সমঝোতাকে মূল্যায়ন করা হয়। অভ্যন্তরে সমতা নিশ্চিত করতে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকে সহায়তা করা হয়। সমাজে নারীদের স্বাধীনতা বলতে পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান ভাগ বা অংশগ্রহণকে বোঝায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের বিপুল অংশগ্রহণ দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, ইত্যাদি দেশগুলোতে নারীত্ববাদের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় (Hobstede, 1994)। স্বভাবতই, এখানে শিশুরা একটি বিনয়ী এবং সংহত সামাজিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠে (Dutta & Islam, 2016)। কেননা, তারা পারিবারিক সংস্কৃতিতে পিতা-মাতাকে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে দেখতে পায়। ছেলে-মেয়ে উভয়কেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়। এটি বিদ্যালয়েও অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা কখনোই নিজেদের মেধা জাহির করার বা অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করে না। শিক্ষকরা বিভিন্ন সামাজিক দক্ষতা শেখানোর জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে থাকেন (Hobstede, 1994)। সর্বোপরি, সাম্য বা সমাজতান্ত্রিক মনোভাব দেখতে পাওয়া যেতে পারে যেখানে দেশের উন্নয়নে সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।

নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় উন্নয়নের প্রতিরূপ

একটি দেশের প্রেক্ষাপটে "উন্নয়ন"-কে ইতিবাচক পরিবর্তন হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বিশেষত, উন্নয়ন দ্বারা পূর্ববর্তী বা বর্ণিত পরিস্থিতি থেকে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে বোঝায় যা

দ্বারা সমাজ ও পরিবেশের উপর কোনও খারাপ প্রভাব পড়বে না। সংজ্ঞায় বলা যায়, উন্নয়ন হ'ল এমন একটি প্রক্রিয়া যা বৃদ্ধি, অগ্রগতি, ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায় বা ভৌত, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক উপাদানগুলির মাঝে নতুন কিছু সংযোজন করে (SID, 2018)। সাধারণভাবে, উন্নয়নের সকল ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিশ্বব্যাংক উন্নয়নের ২০টি সূচক নির্ধারণ করেছে যা দিয়ে জাতীয় উন্নয়নের স্বরূপ বোঝা যায়, যথাঃ কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, এইড বা আর্থিক সহযোগিতার কার্যকারিতা, জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনীতি ও প্রবৃদ্ধি, শিক্ষা, শক্তি ও খনন, পরিবেশ, বহিঃদেনা/ ঋণ, আর্থিকখাত, লিঙ্গ/ জেন্ডার, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, শ্রম ও সামাজিকসুরক্ষা, দারিদ্র্য, ব্যক্তিগত খাত, সরকারি খাত, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, সামাজিক উন্নয়ন, বাণিজ্য এবং নগর উন্নয়ন।

উন্নয়নের সূচক সমূহ কোনটিই নারী উন্নয়ন ব্যতিরেকে অর্জনের কথা ভাবা যায়না। বিশেষকরে, অর্থনৈতিক তথা সামাজিক উন্নয়নের জন্য লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের সাথে সংপৃক্ত উন্নয়নের ৫টি খাত সুনির্দিস্ট করা যেতে পারে, যথাঃ ১. শিক্ষা, ২. লিঙ্গ/জেন্ডার, ৩. শ্রম ও সামাজিক সুরক্ষা, ৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ও ৫. সামাজিক উন্নয়ন। এসকল সূচক খুব সহজেই নারীত্ব সমাজ ব্যবস্থায় অর্জন করা সম্ভব, যেমনঃ একজন মানব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সাথে তার পরিবার ও বিদ্যালয় জড়িত থাকে। শিশু যখন তার বাবা-মায়ের কাজে সমতা দেখে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশগ্রহণ দেখে তখন সে নারী-পুরুষের সমতার শিক্ষাই পাবে। বিদ্যালয় পারিবারিক শিক্ষা তথা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অনুশীলন করার একটি প্রতিষ্ঠান। সেখানে ছেলে-মেয়েরা একই জাতীয় ব্যবহার পেয়ে তারা নিজেদের সমান মনে করে, এবং অনুরূপভাবে পারস্পারিক সহযোগিতার শিক্ষা গ্রহণ করে। নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজে লিঙ্গ/জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা হয়। সমাজ নারী-পুরুষ সম্পর্কের উর্দ্ধে যেয়ে পিছিয়ে পরা বা সুবিধাবঞ্চিত দলের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে থাকে। অন্যদিকে, পুরো সমাজ নারী-পুরুষের ভূমিকায় সমতা বজায় রাখে বলে কোন ব্যক্তি ক্ষেত্রবিশেষে নারীর উপর কোনরূপ নির্যাতন করতে সুযোগ পায় না। নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ বিশেষত সমাজতন্ত্র বা সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। বিধায়, রাষ্ট্রীয়ভাবে শ্রম বিভাজন হয় এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। রাষ্ট্র সকলের সমান মজুরি এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ ও ব্যস্তবায়ন করে থাকে। একটি দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে রাষ্ট্র তথা সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের সাথে রাষ্ট্রের তথা রাষ্ট্র প্রধানদের সুসম্পর্ক উপর নির্ভর করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তার ও বিকাশ। তাই, নারীত্ব কেন্দ্রিক রাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডের বিকাশ সহজ ও দ্রুততর হয়।

আলোচ্য সকল বিষয় নিশ্চিত হয়েই নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ তথা রাষ্ট্রে সার্বিকভাবে সামাজিক

উন্নয়ন বিরাজ করে। কেননা, সমাজের যেকোন একটি অংশকে পিছিয়ে রেখে বা সুবিধা বঞ্চিত রেখে সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, এ সমাজ ব্যবস্থা ঐকমত্যের ভিত্তিতে চলে বলে গণতান্ত্রিক দেশেও নারীত্ববাদের সুফল পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় এর প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নারী নির্যাতনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। নির্দিষ্টভাবে, ধর্ষণের হার বাড়ার কারণে সাধারণ জনগণ রাজপথে সমাবেশ করছে। ইন্টারনেট ব্যবহার সহজতর হওয়ার কারণে বর্তমানে নারী নির্যাতনের (যেমনঃ সংখ্যালঘু নারীর উপর আক্রমণ) ভিডিও ভাইরাল হওয়ার ঘটনা ঘটছে। প্রতিবাদে লিপ্ত দলগুলো মূলত ধর্ষক বা নির্যাতনকারীদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য আন্দোলন করছে (The Daily Star, 2020)। স্থানীয় মানবধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র-এর তথ্য মতে, জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২০-এর মধ্যে প্রায় ১০০০ ধর্ষণের ঘটনা তালিকাভুক্ত হয়েছে যার মধ্যে ২০৮টি গণধর্ষণের ঘটনা রয়েছে (AlJazeera, 2020)।

বস্তুত, বাংলাদেশে সামাজিক সংস্কৃতিতে নারীরা পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিছিয়ে আছে। জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ সমান হলেও উচ্চশিক্ষায় বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সমান অংশগ্রহণ পাওয়া যায় না। তাই, নারীদের সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য বাংলাদেশে নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা মানেই নারী সমাজে তার স্বকীয়তার মর্যাদা পাবে। যদিও, নারীত্ব সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা বাংলাদেশের জন্য সহজ কোন ব্যাপার নয় তবে উন্নত সমাজের উদাহরণকে সামনে রেখে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। উন্নত সমাজের সরকারের গৃহীত উদ্যোগগুলি অনুসরণ করে এখানে সরকার তার নীতি নির্ধারণ করতে পারে। একটি দেশের সংস্কৃতি সেখানে বসবাসকৃত মানুষের মনোভাব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, এবং তার সামাজিক রূপ, অনুশীলন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। মানুষ বা সমাজের মতই সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। উন্নয়ন আনতে মাঝে মাঝে একটি সমাজ তথা দেশ অন্য সমাজের সংস্কৃতি অনুসরণ অথবা গ্রহণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতীয় সিনেমা এবং টিভি সিরিয়াল বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়, যার মাধম্যে একটি দেশের সংস্কৃতি আরেকটি দেশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং প্রভাব বিস্তার করছে। এ পরিবর্তনের ধারাকে ব্যবহার করেই বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীত্ব গ্রহণ করতে হবে। এখানে সুইডেনের সমাজ ব্যবস্থা একটি মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। সুইডেনের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সমান সুযোগকে সমর্থন করে। সেখানে প্রত্যেকের কাজ-পেশা এবং পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা

হয়। সকলের জন্য নির্যাতন বা সহিংসতার ভয় ছাড়াই বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হয়। নারীত্ববাদ মানে শুধু নারী ও পুরুষদের মাঝে সমান বণ্টনই নয়, উভয়ের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সমাজের সকল ক্ষেত্রে প্রগতি নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয় (Sweden Sverige 2018)। এই বিষয়গুলো প্রচারে দেশের অভ্যন্তরে মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নাটিকা, বিজ্ঞাপন, সিনেমা বা টিভি সিরিয়াল সম্প্রচারের মাধ্যমে নারীত্ববাদের বৈশিষ্ট্য প্রচার করা যায়। সমকালীন কিশোর সাহিত্যে মুহম্মদ জাফর ইকবাল অনেক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী মেয়ে/নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচনা করছেন। এটি কিশোরদের মাঝে মেয়েদের অবজ্ঞা না করার মানসিকতা তৈরি করবে। অন্যদিকে, স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়ে নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য প্রচারের জন্য সেমিনার-কর্মশালা আয়োজন করতে হবে। সরকারি সকল কার্যালয়ে নারীত্ব কেন্দ্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে যাতে সকলে তা অনুসরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে, রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা এবং মেয়াদ দুটোই বেড়েছে (সংবিধানের ১৭তম সংশোধনীতে ৫০টি আসন, ২৫ বছর মেয়াদ)। কিন্তু, নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে সংরক্ষিত আসন নয় প্রয়োজন সাধারণ আসনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারার অনুকূল পরিবেশ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে কেননা, নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যাকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা সহজতর। একমাত্র প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে নমনীয়, বিনয়ী এবং সুগ্রাহী করে গড়ে তুলতে পারে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে একটি নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যাকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়াও সহজতর হবে। এভাবে একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়। অন্যদিকে, নারীশিক্ষা বিস্তার লাভ করলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা সহজ হয়। তাই, সরকারের উচিত হবে শুধু নারীদের সুবিধা বাড়িয়ে নয় বরং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তলার জন্য দেশের জনগণের সামনে নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপন করা।

উপসংহার

বাংলাদেশ অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত একটি দেশের পথে যে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে তা বিশ্বের বুকে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। 'মানবসম্পদ উন্নয়ন' সে যাত্রাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সে মানবসম্পদের অর্ধেক অংশ নারী। সুতরাং নারীকে বাদ দিয়ে দেশের কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা নারীর অংশগ্রহণে উন্নয়ন ত্বরান্বিত, টেকসই ও দ্রুততর হওয়ার প্রক্রিয়া প্রকাশ করছে। কিন্তু, কিছু আর্থিক স্বাধীনতা নারীরা ভোগ করতে পারলেও সামাজিক পদমর্যাদায় নারী এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। রাষ্ট্রীয় সকল কার্যে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সামাজিক ও আর্থিক উভয় ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ও

অবস্থানের পরিবর্তন আনতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে সে পরিবর্তন নিশ্চিত করতে "নারীত্ব" তত্ত্বাংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পরিবার থেকে নারীত্ব কেন্দ্রিক সামাজিক বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন ধীরে ধীরে নারীর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। তাই, নারীর সামাজিক পদমর্যাদা, যা কিনা একজন নারীর জীবন প্রস্ফুটিত করার প্রাথমিক ভিত্তি, তথা সমমর্যাদা বৃদ্ধিতে নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশের সকলকে আত্মস্থ করতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

১। Flash Eurobarometer 372, 2013, 'Women in Developing Countries', European Commission.

২। ইসলাম, সিরাজুল, ২০১৪, 'দাসপ্রথা', বাংলাপেডিয়া (অনলাইন), প্রাপ্যতাঃ http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%BE, তারিখঃ ২৬.০৪.২০২১।

৩। Hofstede, G., Hofstede, G.J. & Minkov, M., 2010 (Third Edition), Cultures & Organizations: Software of the Mind, New York: The McGraw Hill Companies.

৪। সেনগুপ্ত, অবিনাশ, ২০১৫, 'উনিশ শতকে ভারতীয় নারীঃ সমাজ, সংস্কার ও উপনিবেশ', বিদ্যাসাগর (অনলাইন), পৃঃ১-৬, প্রাপ্যতাঃ http://inet.vidyasagar.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/1847/1/10%20Unish%20Shatake%20Bharatiya%20Naari.pdf, তারিখঃ ১২.০৯.২০২০।

৫। সৈয়দ, আব্দুল মান্নান (সম্পাদক), ২০১৭, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ: বেগম রোকেয়া, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র।

৬। আহমেদ, ইয়াসমিন, ও বর্মণ, রাখী, ২০০৯, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো।

৭। মুন্নী, আক্তার, ২০২১, 'নারী দিবসঃ নারীবাদীদের এতো নেতিবাচকভাবে দেখা হয় কেন বাংলাদেশে?', BBC News বাংলা (অনলাইন), ৮ মার্চ, প্রাপ্যতা: https://www.bbc.com/bengali/news-56314611, তারিখ: ০৬.০৮.২০২১

৮। Moudud, B., 2011, 'নারী উন্নয়ন নীতি: নারীর ভাগ্যজয়ের চাবিকাঠি / Women's Development Policy: The key to women's destiny', bdnews24.com (অনলাইন), 4 April, প্রাপ্যতা:

https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/2581, তারিখ: ৩১.০৩.২০২০

৯। Chant, S. & Sweetman, C., 2012, 'Fixing women or fixing the world? Smart economics: efficiency approaches, and gender equality in development', Gender & Development, vol. 20, no. 3, pp. 517-529.

১০। Khair, R., Haque, S. & Mukta, A., 'Gender and Representation of Women in Bangladesh Civil Service: An Empirical Analysis of 'Glass Ceiling' Effect' (Research Report), প্রাপ্যতাঃ http://www.bpatc.org.bd/images/document/159_Glass_Ceiling_Research_Report_Draft.pdf, তারিখঃ ২৭.০৪.২০২১

১১। হোসেন, সেলিনা, ২০২১, 'নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা' (অনলাইন), পৃঃ ২-৫, প্রাপ্যতাঃ http://www.bpatc.org.bd/images/document/412_NariUnnoyoneBongobondhurVabna.pdf, তারিখঃ ০৮.০৮.২০২১

১২। নাজমীন, সুলতানা, ২০১৪, 'বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থাণীয়স্বায়ত্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকাঃ পরিপ্রেক্ষিত ইউনিয়ন পরিষদ' (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯৬-৯৭।

১৩। মাহমুদ, ফারজানা, ২০১৯, 'নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ', বাংলা ট্রিবিউন (অনলাইন), ২৮ সেপ্টেম্বর, প্রাপ্যতাঃ https://www.banglatribune.com/556565/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6, তারিখঃ ০৯.০৮.২০২১

১৪। General Economic Division (GED), 2015, 'Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015', Government of the People's Republic of Bangladesh, p.43.

১৫। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০১৮, 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮', পৃ. ৩৪।

১৬। Kachel, Sven, Steffens, Melanie C. and Niedlich, Claudia, 2016, 'Traditional Masculinity and Femininity: Validation of a New Scale Assessing Gender Roles', Frontiers in Psychology (অনলাইন), প্রাপ্যতাঃ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00956/full, তারিখঃ ১০.০৮.২০২১

১৭। Hofstede, G., 1994, Cultures & organizations: Software of Mind, Intercultural Cooperation and its Importance for Survival, New York: Harper Collins Publishers.

১৮। Dutta, B. & Islam, M., 2016, 'Role of Culture in Decision Making Process in Bangladesh: An Analysis from the Four Cultural Dimensions of Hofstede', Bangladesh e-Journal of Sociology, vol. 13, no. 2, pp. 30-38.

১৯। Sid Israel, 2018, 'Development', প্রাপ্যতাঃ https://www.sid-israel.org/en/Development-Issues/What-is-Development, তারিখঃ ২২.০৯.২০২০।

২০। The Daily Star 2020, Anti-rape protect continues for seventh consecutive day, 12 October.

২১। AlJazeera 2020 (online), Bangladesh rocked by fresh protests over sexual assults, 6 October, প্রাপ্যতাঃ https://www.aljazeera.com/news/2020/10/6/bangladesh-rocked-by-fresh-protests-over-sexual-assaults, তারিখঃ ২৮.০৪.২০২১

২২। Sweden Sverige, 2018, 'Gender equality in Sweden', প্রাপ্যতাঃ https://sweden.se/society/gender-equality-in-sweden/, তারিখঃ ২০.০৩.২০১৮